এশিয়ান হাতি

২৬০০০-২৯০০০
ভারতে জনসংখ্যা

আইইউসিএন স্ট্যাটাস
বিপন্ন

হাতির বাসস্থান
প্রসারিত পরিসর, ঘাস সমৃদ্ধ, শুষ্ক এবং আর্দ্র পর্ণমোচী আবাস পছন্দ করে

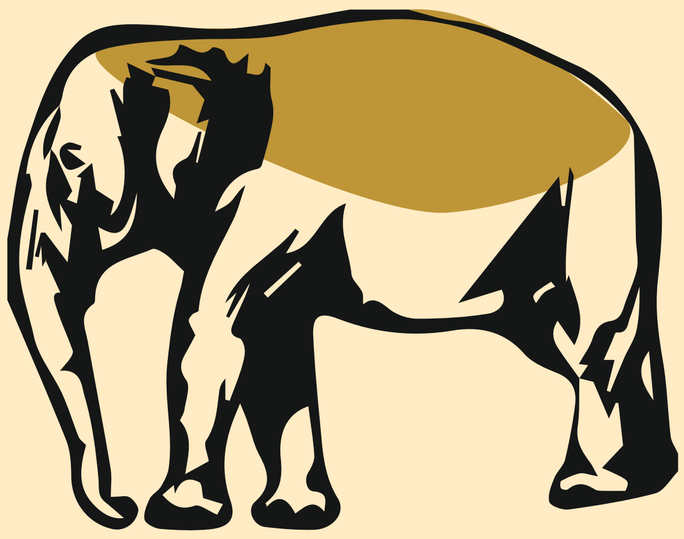

খাদ্যাভ্যাস
ঘাস, ডালপালা, বাকল, অঙ্কুর, এবং গুল্ম।
প্রতিদিন ২৫০-৩০০ কেজি

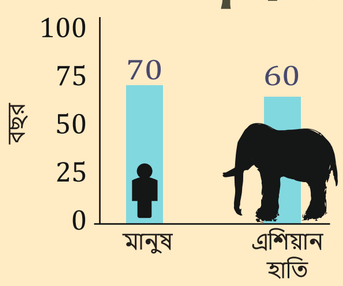

গড় জীবদ্দশা
৬০ বছর

প্রজনন বয়স
১৪ বছর

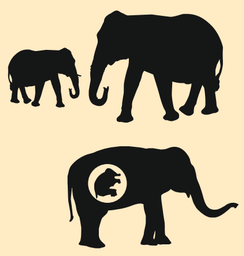

গর্ভাবস্থার সময়কাল
১৮-২২ মাস

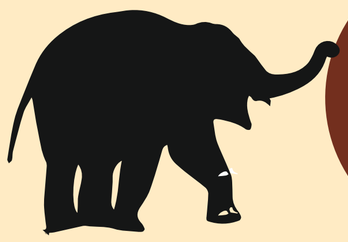

তুমি কি জানো?

- শুধুমাত্র পুরুষ এশিয়ান হাতিরই দাঁত থাকে। ব্যতিক্রম হল মাখনা, যারা দাঁতহীন পুরুষ হাতি
- যোগাযোগের জন্য এবং ধরার জন্য হাতি তার শুঁড় ব্যবহার করে
- অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অনুকরণ করতে এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে
- একটি হাতির পাল প্রবীণ মহিলা হাতির নেতৃত্বে থাকে, যাকে 'মাতৃপতি' ও বলা হয়
- দূষিত এবং পানীয় জল প্রয়োজন
- ভারতে বন্দী হাতির ইতিহাস রয়েছে যা ১০০০ বছর আগের
- ছায়া অপরিহার্য এবং পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করে
- হাতিদের ঘাম গ্রন্থি হয় না, নিজের উপর কাদা ফেলে, ঠাণ্ডা রাখতে পাখা হিসেবে বড় কান ব্যবহার করে
- হজমের কার্যকারিতা মাত্র ৪০%, ক্ষতিপূরণ দিতে ক্রমাগত ভোজন করে

উচ্চতা

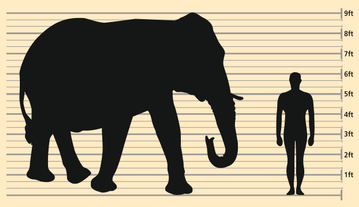

পুরুষ হাতি ৯ ফুট মানুষ ৬ ফুট

ওজন
বাছুর: জন্মের সময় ১০০কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা: ২৫০০-৪৫০০ কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ: ৩০০০-৬০০০ কেজি

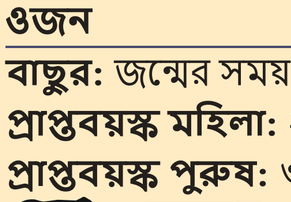

পুরুষ হাতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

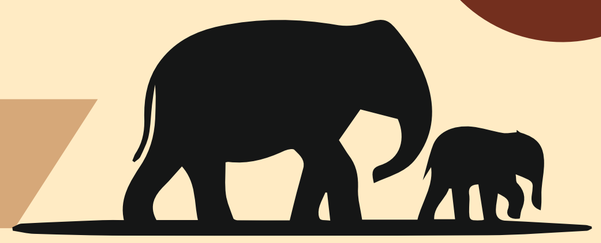

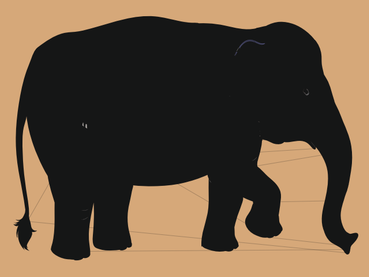

1. প্রতি বছর ১০০ টিরও বেশি হাতি মারা যায় মানুষের দ্বারা প্রতিশোধ এবং অন্যদের দ্বারা শিকারে
2. সব হাতি শস্য খায় না। বিকল্প ফসল এবং অস্থায়ী হাতি-অভেদ্য বাধা (ফসল পাকার সময়) ঘটনা হ্রাস করার জন্য স্থাপন করা যেতে পারে
3. মানুষের মৃত্যু বেশিরভাগই ঘটে আশ্চর্যজনক মুখোমুখি হওয়ার কারণে বা হাতির খুব কাছাকাছি যাওয়ার কারণে। আগাম সতর্কতা এবং হাতি এড়িয়ে চলা এধরণের ঘটনা রোধ করতে পারে
4. বন উজাড়, কৃষি সম্প্রসারণ, মানুষের দখলদারিত্বের কারণে হাতির সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ হচ্ছে

মাইগ্রেশন

মাতৃপতিরা পরিযায়ী পথগুলি পরিষ্কারভাবে মনে রাখেন। আবাসস্থলের খণ্ডিতকরণ এবং অভিবাসন পথের বাধা মানব-হাতি সংঘর্ষের দিকে পরিচালিত করে। একজন মাতৃপতি বা একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষতিও পশুপালের আচরণকে ব্যাহত করে, বিবাদকে আরও খারাপ করে তোলে

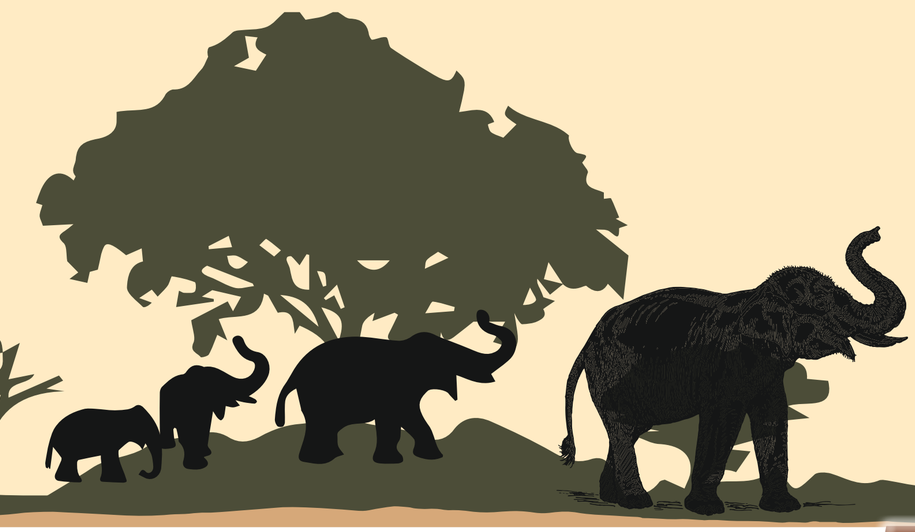

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা ২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India
FOREST DEPARTMENT KARNATAKA
Directorate of Forests Government of West Bengal
CEC Centre for Environment Communication Environment is First
आज़ादी का अमृत महोत्सव
LiFE Lifestyle for Environment
G20 भारत 2023 INDIA